অন্যদিকে রাশিয়া, জাপান এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রতি ও চীনকে মনোনিবেশ করতে হবে।

বর্তমানযুগে চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কটি অত্যন্ত জটিল এবং তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু ~~বিতর্ক~~ বিতর্ক সৃষ্টিকারী বিষয়গুলির বিশ্লেষণ দরকার।

যখন বৃহৎ শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিশ্বে একপাক্ষিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন চীন এই ব্যবস্থাকে একদম মেনে নিতে পারে নি। এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করতে চীন একটি বহুমেরুকেন্দ্রিক ব্যবস্থা স্থাপন করতে বদ্ধ পরিকর হয়ে উঠে। ধীরে ধীরে এই বহুমেরুকেন্দ্রিক ব্যবস্থা বিশ্বে কিছু বৈপরীত্যের সৃষ্টি করবে যার ফলে এক নতুন 'বৃহৎ শক্তি সম্পর্ক'-এর সূচনা হবে এবং এর মাধ্যমে ক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। তাই এটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে চীন অন্যান্য দেশগুলি — রাশিয়া, ফ্রান্স এবং মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্র — সাথে জোট নির্মাণ করছে এবং বিভিন্ন স্বাক্ষরিত করে চলেছে। Taiwan কে যখন যুক্তরাষ্ট্র একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয় তখনও এই দুই দেশের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়।

ঠান্ডা লড়াইয়ের সমাপ্তির পরে, দুই দেশের মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করার অবিরত চেষ্টা চলেছে। চীন যখন তার "এক দেশ দুটি ব্যবস্থা" প্রকল্পটি গ্রহণ করে তখন তাকে

ন্যায় বিচার-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে শুরু করবে।

প্রতিরক্ষা বিষয়টি আজ দুই দেশের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠান্ডা লড়াইয়ের সময় চীনের সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রতিহত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় চুক্তি সংস্থা এর প্রতিষ্ঠান করে। ক্রমেই NATO-র অনুসারণ করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের জোটকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং TMD এবং NMD এর মাধ্যমে General Protection Against Limited Strikes শীর্ষক নতুন ক্ষেপণাস্ত্রভিত্তিক পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে। দক্ষিণ-এশিয়ার-কি অনেক দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন জানাতে শুরু করেছে। আজকের ~~আন্ত~~ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে, যুক্তরাষ্ট্র চীনের নাগরিকদের গনতন্ত্রের আদর্শে শিক্ষিত করে তুলতে চেষ্টা করছে এবং এই কার্যকলাপ উপলব্ধি করে, চীনের প্রশাসন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছে।

চীন বিশ্বসন্ত্রাসকে মোকাবিলা করতে অভ্যাসগতি প্রকাশ করেছে কারণ হলো - যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমেই বেড়ে ওঠা। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সন্ত্রাসে মোকাবিলা করতে নারাজ। একদিকে আর্থিক সাহায্য, বিনিয়োগের জন্য পুঁজি এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য পাশ্চাত্য দেশগুলির সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অপরদিকে, চীনের জাতীয়তাবাদীরা, সার্বভৌম স্বাধীনতা রক্ষা করার উপর জোর দিয়ে চলেছে।

অত্যন্ত আশাবাদী এক ঘটনারূপে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু ১৯৯৫ এবং ১৯৯৬ সালে Taiwan বিষয়টিকে ঘিরে আবার সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। চীন Taiwan -এর বৃহত্তম বন্দরের কাছে তার ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করতে শুরু করে। এর সাথে চীন সেনাবাহিনী এবং সামরিক যুদ্ধবিমান চীনের Fujian অঞ্চলে মোতায়েন করে। তবে যুক্তরাষ্ট্র তার এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরে স্থিত দেশগুলি-র সম্বন্ধে যে কৌশল নীতি গ্রহণ করেছে, Taiwan সেই নীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আঞ্চলিক স্থিতাবস্থা এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে বারবার মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র Taiwan এর উপর গুরুত্ব দিয়েছে। ১৯৯৮ সালে মার্কিন সংসদের Senate "Taiwan Relations Act" কে সমর্থন জানায়। উপরন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উপস্থাপিত TMD পরিকল্পনায় Taiwan কে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এর পরিণামে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে উঠেছে।

মানবাধিকার সম্পর্কীয় বিষয়টি ও দুই দেশের মধ্যে চরম অশান্তির সৃষ্টি করেছে। Country Reports on Human Rights Practices - এর মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, চীনে বারবার- মানবঅধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে "চিরস্থায়ী স্বাভাবিক বাণিজ্য সম্পর্ক" এর সম্মান দান করে। মানব অধিকার- বিষয়টির উপর জোর না করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনে একটি অভিনব পাশ্চাত্য ধারায় গঠিত রাজনৈতিক সংস্কারের দিকে আলোকপাত করেছে। কিন্তু আজ চীনের প্রশাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। কারণ তাঁরা মনে করছেন যে, গণতান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ধীরে ধীরে চীনের শাসনব্যবস্থা, দেশের

ঠান্ডা লড়াইয়ের পরবর্তী যুগ এবং চীন

ঠান্ডা লড়াইয়ের সমাপ্তির সাথে সাথে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বহু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একদা কট্টর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। ক্রমাগত তারা তাদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ থেকে দূরে সরে আসতে থাকে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঠান্ডা লড়াইয়ের শেষে অনেক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের প্রভাব ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ধনতান্ত্রিক – গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীর নেতা হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নেতারূপে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে অত্যন্ত তিক্ত বিরোধিতা শুরু হয়। ধীরে ধীরে এই দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হতে থাকে এবং দুটি বিরোধী গোষ্ঠীর জন্ম হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স, ওয়েস্ট জার্মানী, কানাডা, ব্রিটেন ইত্যাদি সহযোগে এক পাশ্চাত্য গোষ্ঠী গড়ে তোলে। অপরদিকে, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, সাম্যবাদী চীন, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, ইস্ট-জার্মানী – এর সাহায্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি প্রাচ্যদেশের গোষ্ঠী নির্মান করে।

ঠান্ডা লড়াইয়ের সমাপ্তির পরে চীন আজ এমন এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে পদার্পন করেছে, যার অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিকাঠামো সংস্থা আজ সর্বজনবিদিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে, চীনের বৈদেশিক নীতি আজ একটি অত্যন্ত জটিল-সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে। একদিকে যেমন তার পুরোনো মিত্র এবং শত্রুদের সাথে তাকে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথেও তাকে এক নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।